বাংলাদেশ পরিচিতি

- ➪ সরকারী নাম → গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)
- ➪ আয়তন → ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (বিশ্বে ৯০তম)
- ➪ জনসংখ্যা → → কোটি →লক্ষ
- ➪ বৃদ্ধির হার → .....
- ➪ স্বাধীনতা লাভ → ১৯৭১ সালে
- ➪ UN সদস্যপদ লাভ → ১৯৭৪ সালে (১৩৬ তম)
- ➪ রাজধানী → ঢাকা
- ➪ মাথাপিছু আয় → → মার্কিন ডলার
- ➪ জেলা → ৬৪টি (উপজেলা→ ৪৮৩টি)
- ➪ সীমামত্মবর্তী দেশ → ভারত ও মায়ানমার
- ➪ স্থানীয় সময় → GMT+ ৭ ঘন্টা (১৯ জুন হতে ২০০৯)
- ➪ জনসংখ্যার ঘনত্ব → ৯৫৩ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)।

*** ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী পরিবর্তন যোগ্য

অবস্থান → বাংলাদেশ একদিকে ২০°৩৪র্ উত্তর অক্ষাংশ হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ পর্যমত্ম এবং অপরদিকে ৮৮°০১র্ পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯২°২১র্ *পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যমত্ম বিসত্মৃত। কর্কটক্রান্তিমত্ম বা ট্রপিক অব ক্যান্সার বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে। সুতরাং বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে* অবস্থিত।

➪ জেনে নেওয়া ভাল

- ➪ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির ধরণ→ পলি গঠিত সমতল ভূমি
- ➪ বাংলাদেশকে ভূ-প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় →
  যেমন- (১) পাহাড়ী এলাকা (২) সোপান এলাকা (৩) নদী বিধৌত পস্নাবন সমভূমি এলাকা
- ➪ বাংলাদেশের আয়তন→ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি .মি
- ➪ পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সীমা→ ২,২৬২ কি. মি বা ১,৪০৫ মাইল
- ➪ আসামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সীমা→ ২৬৪ কি. মি বা ১৬৪ মাইল
- ➪ মেঘালয়ের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সীমা→ ৪৪১ কি.মি বা ২৭৪ মাইল
- ➪ ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সীমা→ ৮৭৪ কি.মি বা ৫৪৩ মাইল
- ➪ মিজোরামের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত সীমা→ ৩০৩ কি.মি বা ১৮৮ মাইল
- ➪ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা →৩৬৭ কি.মি বা ২০০ নটিক্যাল মাইল

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

➪ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র→সীমা ১২ নক্যিাল মাইল [১ নটিক্যাল মাইল= ১.৮৫৩১৮ কি.মি]

➪ বাংলাদেশের সীমামেত্মর মোট দৈর্ঘ্য→ ৪,৭১৯ কি.মি. (উৎস. মাধ্যমিক ভূগোল বই)

➪ ভারতের সাথে মোট সীমামত্ম দৈর্ঘ্য→ ৩৭১৫ কি. মি. (উৎস. মাধ্যমিক ভূগোল বই)

➪ বাংলাদেশের মোট সীমামত্ম দৈর্ঘ্য ৫,১৩৮ কি.মি.এবং ভারতের সাথে মোট সীমামত্ম দৈর্ঘ্য ৪,১৪৪ কি.মি(উৎস. ভূমি মন্ত্রণালয়)

➪ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের মোট সীমামত্ম দৈর্ঘ্য→ ২৮৩ কি. মি.

➪ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য→ ১৫৫ কি. মি.

➪ বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের মোট দৈর্ঘ্য→ ৭১২ কি. মি. (প্রায়)

➪ বাংলাদেশের সোপান এলাকা গঠিত আজ হতেপ্রায় ২৫ হাজার বছর পূর্বে

➪ লালমাই পাহাড়ের আয়তন→ ৩৩.৬৫ বর্গ কি.মি এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

➪ সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে দিনাজপুরের উচ্চতা→৩৭.৫ মি.

➪ বাংলাবান্ধা→ মহানন্দা নদীর তীরে পঞ্চগড় জেলায় অবস্থিত

➪ বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকার গড় উচ্চতা→ ২০০০ ফুট (প্রায়)

➪ নিঝুম দ্বীপ মেঘনা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ

➪ নিঝুম দ্বীপের আয়তন→ ২৫ বর্গ মাইল বা ৯০.৬৫ কি.মি.

➪ বাংলাদেমের একমাত্র প্রবল দ্বীপের নাম→ সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

	থানা	জেলা	অন্যান্য
সর্বউত্তরের	তেঁতুলিয়া	পঞ্চগড়	গ্রাম→ জায়গীরজোত
সর্ব দক্ষিণের	টেকনাফ	কক্সবাজার	লোকালয়→কলাপাড়া ,ভূখন্ড→সেন্টমার্টিন
সর্ব পূর্বের	থানচি	বান্দরবান	স্থান→আখানইঠং
সর্ব পশ্চিমের	শিবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	স্থান→মনাকশা

➪ বাংলাদেশের

উত্তর পূর্ব কোণের→থানা জকিগঞ্জ।

দক্ষিণ পূর্ব কোণের→থানা টেকনাফ।

দক্ষিণ পূর্ব কোণে→শ্যামনগর

➪ আয়তনে বাংলাদেশেরবড়

বিভাগ→ রাজশাহী

ছোট বিভাগ→ সিলেট

বড় জেলা→ রাঙ্গামাটি (৬১১৬ ব.কি.মি.)

ছোট জেলা→ মেহেরপুর (৭১৬ ব.কি.মি.)

বড় থানা→ শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)

ছোট থানা→ কোতয়ালী (ঢাকা)।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের

বড় বিভাগ→ ঢাকা

ছোট বিভাগ→ সিলেট

বড় জেলা→ ঢাকা

ছোট জেলা→ বান্দরবান

বড় থানা→ বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)

ছোট থানা→ রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)

তথ্য কণিকাঃ

➪ ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল→ ৫১টি

➪ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল→১১১টি

➪ বাংলাদেশের ছিটমহলগুলো→ ভারতের কুচবিহার জেলায়

- ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল→ বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলায় (৫৯টি)

➪ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল ও সীমান্ত বিষয়ক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়→১৯৭৪ সালে (মুজিব→ইন্দারা বৈঠক)

➪ মুজিব→ইন্দারা সীমান্ত চুক্তি→১৬ মে, ১৯৭৪

➪ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ছিটমহল→দহগ্রাম অঙ্গরপোতা (আয়তন→ ৪,৭১৭ একর)

➪ ছিটমহল বিনিময় বৈঠক অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে→ তিনবিঘা করিডোর ও ভারত পাবে→ বেরুবাড়ি

➪ বাংলাদেশের জন্য ভারত 'তিনবিঘা করিডোর' উম্মুক্ত করে দেয়→ ১৯৯২ সালে ২৬ জুন।

➪ বাংলাদেশের ভিতর ভারতের ছিটমহল→১১১টি

* ছিটমহলের সূত্র → কুলাপনী → ১৪১টি

ছিটমহল নাম --সংখ্যা

কুড়িগ্রাম- ১২

লালমনিরহাট- ৫৯

পঞ্চগড় -৩৬

নীলফামারী -৪

মোট- ১১১

ছিটমহল ও সীমান্ত এলাকার অবস্থান

ছিটমহল নাম- অবস্থান

দহগ্রাম ছিটমহল-- লালমনিরহাট

তিনবিঘা করিডোর --লালমনিরহাট

হাতিবান্দা --লালমনিরহাট

পাটগ্রাম --লালমনিরহাট

মশালডাঙ্গা --ছিটমহল কুড়িগ্রাম

রৌমারী-- কুড়িগ্রাম

বড়াইবাড়ী সীমান্ত --কুড়িগ্রাম

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ইতালামারি --কুড়িগ্রাম

বাংলাবান্ধা --পঞ্চগড়

হিলি --দিনাজপুর

নয়াগ্রাম ছিটমহল-- সিলেট

পাদুয়া-- সিলেট

প্রতাপপুর --সিলেট

জৈন্তাপুর-- সিলেট

বেনাপোল --যশোর

বিলোনিয়া --ফেণী

বাদামবাড়ি --নেত্রকোণা

নলিতাবাড়ি --শেরপুর

ভারতের রাজ্য পাঁচটি (বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী)

বাংলাদেশের দক্ষিনে→ • বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের পশ্চিমে→ পশ্চিম বঙ্গ।

বাংলাদেশের উত্তরে→ পশ্চিম বঙ্গ, আসাম, মেঘালয়।

বাংলাদেশের পূর্বে→ আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম,

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু

বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গিয়েছে বলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু এদেশের জলবায়ুর উপর সাগর ও মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অত্যমত্ম বেশী। ঋতু বা মৌসুম বদলের সময় বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তিত হয় বলে বাংলাদেশের বায়ুপ্রবাহকে মৌসুমী বায়ু বলে। বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু নামেও পরিচিত। এদেশের জলবায়ুতে প্রধানতঃ তিনটি ঋতুর প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষনীয়। এগুলো হচ্ছে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা।

➪ বাংলাদেশের জলবায়ুর নাম→ ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ু

➪ বাংলাদেশের ঋতু সংখ্যা→ ৬টি

➪ আন্তর্জাতিক ঋতু→ ৪টি

➪ বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস→ এপ্রিল ও শীতলতম মাস→ জনুয়ারি

➪ বাংলাদেশের জুন থেকে আক্টোবর মাসে সর্বপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয়

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর→ ঢাকা আগারগাঁয়ে; ইহা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

➪ বাংলাদেশে আবহাওয়া কেন্দ্র ৪টি; ঢাকা, পতেঙ্গা, কক্সবাজার, পটুয়াখালীর খেপুপাড়ায় অবস্থিত।

➪ বাংলাদেশর আবহাওয়া অফিস→ ৩৫টি

➪ বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য মৌসুমী বায়ু; দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এদশে বর্ষণমুখর

➪ বাংলাদেশের জলবায়ু→ সমভাবাপন্ন

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

➪ ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ের পর বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য আসা মার্কিন টাস্কফোর্সের নাম→ আপাশেন সি এঞ্জেল/সিডর (২)

➪ ঢাকায় এ যাবৎ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা→ ১৯৬০ সালে (৪২.৩ ডিগ্রী সে.)

➪ আর্দ্রতা জুলাই মাসে সর্বোচ্চ থাকে→ ৯৯%

➪ আর্দ্রতা ডিসেম্বর মাসে সর্বনিমড়ব থাকে→ ৩৬%

➪ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়→ সিলেটের লালখানে।

➪ সর্বনিমড়ব বৃষ্টিপাত হয়→ নাটোরের লালপুরে।

➪ বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত→ ২০৩ সে.মি।

➪ সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত→ ৩৮৮ সে.মি।

➪ সর্বনিমড়ব গড় বৃষ্টিপাত→ ১৫৪ সে.মি।

➪ উষ্ণতম স্থান→ নাটোরের লালপুরে।

➪ শীতলতম স্থান→ সিলেটের লালখানে।

➪ উষ্ণতম জেলা→ রাজশাহী।

➪ শীতলতম জেলা→ সিলেট।

বাংলাদেশের ভূ→উপগ্রহ কেন্দ

তথ্য কণিকা

➪ আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগের মাধ্যমকে বলা হয়→ ভূ- উপগ্রহ কেন্দ্র

➪ বাংলাদেশের ভূ -উপগ্রহ কেন্দ্র আছে→ ৪টি;

যথা→

(১) রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ায় (১৯৭৫ সালে)

(২) গাজীপুরের তালিবাবাদে (১৯৮২ সালে)

(৩) ঢাকার মহাখালীতে (১৯৯৫ সালে)

(৪) সিলেটে (১৯৯৭ সালে)

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বাংলাদেশের কৃষি

বাংলাদেশ মূলত → কৃষি প্রধান দেশ।

কিন্তু এদেশের অর্থনীতি বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। সবচেয়ে বেশী সাহায্য পায় জাপান হতে।

রাপ্তানী শিল্পে সবচেয়ে বেশী আয় হয়→ তৈরী পোষাক শিল্প হতে। বাংলাদেশের পোষাক শিল্পের বড় বাজার হচ্চে USA এবং EU ভূক্ত দেশগুলো।

- ➪ ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান→ চর্তুথ
- ➪ বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকার ৯২ ভাগ এলাকায়ই ধান উৎপাদিত হয়
- ➪ রবিশস্য বলতে বুঝায়→ শীতকালীন শস্যক
- ➪ 'আণবিক কৃষি গবেষণা' প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়→ ১৯৭২ সালে (বাংলাদেম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরে)
- ➪ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট→ গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত
- ➪ পাট উৎপাদনে বিশ্বের প্র ম দেশ→ ভারত
- ➪ পাট উৎপাদনে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ→ বাংলাদেশ
- ➪ পাট রাপ্তানীতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ→ বাংলাদশে
- ➪ জুম চাষ→ পাহাড়ের ঢালে যে কৃষি চাষাবাদ হয়
- ➪ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী গম জন্মে→ রংপুরে
- ➪ বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকারী ফসল→ চা
- ➪ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্র ম চা চাষ শুরম্ন হয়→ ১৮৫৪ সালে
- ➪ প্র ম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয়→ সিলেটের মালনিছড়ায়
- ➪ বাংলাদেশ চা গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত→ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে
- ➪ বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী চা উৎপাদন হয় মৌলভীবাজার "বিটি→১৬" ক্লোন চা।
- ➪ চা উৎপাদনে বিশ্বের প্র ম দেশ→ ভারত
- ➪ চা রপ্তানীতে বিশ্বের শীর্ষ দেশ→ শ্রীলংকা
- ➪ বাংলাদেশে রাবার চাষ শুরম্ন হয়→ ১৯৬৫ সাল থেকে
- ➪ সবচেয়ে বেশী তুলা জন্মে→ যশোরে
- ➪ নদী ছাড়া 'যমুনা'→ এক প্রকার উচ্চ ফলনশীল মরিচের নাম
- ➪ বাহার, মানিক, রতন→ উন্নত জাতের টমেটোর নাম
- ➪ বাংলাদেশ ইক্ষ গবেষণা কেন্দ্র অবস্থিত→ ঈশ্বরদীতে
- ➪ ধান উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান→ চর্তু
- ➪ বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ→ ২কোটি ১লক্ষ ৭৫ হাজার একর (প্রায়)
- ➪ বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার বলা হয়→ বরিশাল জেলাকে
- ➪ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী ধান জন্মে→ ময়মনসিংহে
- ➪ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী পাট জন্মে→ রংপুর
- ➪ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী তামাক জন্মে→ রংপুরে
- ➪ বাংলাদেশে মোট চা বাগানের সংখ্যা→ ১৬৩টি

www.bcsourgoal.com.bd

➪ বাংলাদেশে বেশী চা উৎপন্ন হয়→ মৌলভীবাজার জেলায় (৯১টি)

➪ মাথাটিছু চাষের জমির পরিমাণ→ ০.২৫ একর

➪ গঙ্গা→ কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পটি→ যশোর, খুলনা ও কুষ্টিয়ায় অবস্থিত

➪ বাংলাদেশের বৃহত্তর সেচ প্রকল্প হচ্ছে→ তিসত্মা বাঁধ প্রকল্প (রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়ায় অবস্থিত)।

উন্নত জাতের কয়েকটি শস্যের নাম

ধান ময়না, মুক্তা, মোহিনী, ব্রিশাইল, হাইব্রিড ইরাটম→২৪, আশা, চান্দিনা, প্রগতি, বিপস্নব, নিয়মিত, গাজী, সুফলা

গম বরকত, আকবর, কাঞ্চন, সুফলা দোয়েল, বলাকা, জোপাটেকো, আনন্দ

তামাক সুমাত্রা, ম্যানিলা

তুলা রূপালী, ডেলফোজ

কলা অগিড়বশ্বর, কানাইবাঁশী, বীটজবা

সরিষা সফল, অগ্রণী।

বাংলাদেশের কৃষি বিষয়ক ও অন্যান্য গবেষনা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট →জয়বেদপুর, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট →জয়দেবপুর, গাজীপুর

মৃত্তিকা গবেষণা ইনস্টিটিউট→ ঢাকা

ডাল গবেষণা বোর্ড →ঈশ্বরদী, পাবনা

ইক্ষু গবেষণা বোর্ড →ঈশ্বরদী, পাবনা

চা গবেষণা বোর্ড→ শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

রেশম গবেষণা বোর্ড →রাজশাহী

মৎস্য প্রজাতি গবেষণা →কেন্দ্র ময়মনসিংহ

বন গবেষণা কেন্দ্র চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে তেমন সমৃদ্ধ নয়। দেশের খনিজ সম্পদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা:

১. শক্তি সম্পদ → কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল।

২. অধাত খনিজ → চুনাপাথার, কাঁচবালি, শ্বেতমৃত্তিকা,কঠিন শিলা, নুড়িপাথর।

৩। ধাতব খনিজ → তামা, লৌহ।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

তথ্য প্রবাহ

➪ বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ→ প্রকৃতিক গ্যাস

➪ সবচেয়ে বেশী গ্যাস উত্তোলন করা হয়→ তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে

➪ ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয়→ ব্রাক্সণবাড়িয়ার তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে

➪ তিতাস→ ঢাকা গ্যাস লাইনের দৈর্ঘ্য প্রায়→ ৯০ কি.মি.

➪ বাংলাদেশ সিলেটের হরিপুরের গ্যাস ক্ষেত্রে খনিজ তেল পাওয়া যায়→ ১৯৮৬ সালে

➪ হরিপুর তেল ক্ষেত্রে থেকে তেল উত্তোলন শুরম্ন হয়→ ১৯৮৭ সালে

➪ বাংলাদেমের সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে→ ২টি; সাঙ্গু এবং কুতুবদিয়া গ্যাসক্ষেত্র

➪ দেশের প্র ম সামুদ্রিক গ্যাসক্ষেত্র→ সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্র

➪ সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্র থেকে জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ শুরম্ন হয়→ ১২জুন ১৯৯৮ সালে

➪ চীনামাটি মওজুদ রয়েছে →নেত্রকোনার বিজয়পুরে

➪ সবচেয়ে বেশি কয়লা পাওয়া যায়→ দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়ায়; প্রকল্পের কাজ শুরম্ন হয় ১৯৯৪ সালে

➪ বাংলাদেশের কক্সবাজার সমুদ্র ইপকুলের ইনানী নামক স্থানে পামাণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়

➪ দেশের একমাত্র তেল শোধনাগার→ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

➪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস খাতওয়ারী সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন

➪ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান→ মিথেন

➪ প্রতিদিন সর্বোচ্চ গ্যাস উত্তোলন করা হয়→ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র হতে

➪ অস্ট্রেলিয়া সহায়তায় বাংলাদেশে আণবিক খনিজ উত্তোলন শুরম্ন হয়

➪ বড় পুকুরিয়ার কয়লাখনি আবিষ্কৃত হয়→ ১৯৭৪ সালে

➪ তিতাস গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়→ ১৯৬৩ সালে

➪ সিমেন্ট প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হয়→ চুনাপাথর

➪ Black Gold→ তেজসিঙউয় খনিজ (কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া যায়)

➪ BAPEX (বাপে·)→ Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company. (1989)

কতিপয় গ্যাসক্ষেত্রের অবস্থান

তিতাস→ ব্রহ্মণবাড়িয়া

বাখারাবাদ→ কুমিলম্না

সেমুতাং →খাগড়াছড়ি

কুতুবদিয়া→ কক্সবাজার

বিয়ানী বাজার →সিলেট

কামতা →গাজীপুর

মেঘনা মরিচাকান্দি, →ব্রহ্মণবাড়িয়া

বিবিয়ানা →মৌলভীবাজার

কৈলাসটিলা →সিলেট

সালদা →ব্রহ্মণবাড়িয়া

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ছাতক →সুনামগঞ্জ

কাড্ডাছড়ি→ ময়মনসিংহ।

কোনটি কোথায় বেশি পাওয়া যায়

প্রাকৃতিক গ্যাস তিতাস, → ব্রহ্মণবাড়িয়া (মজুদ)

খনিজ তেল→ হরিপুর

চুনাপাথর →সিলেটের টাকেরহাট, জাফলং এবং সেন্টমার্টিন

প্রবাল পাথন →সেন্টমার্টিন

চীনামাটি →বিজয়পুর, ময়মনসিংহ

কয়লা →বড় পুকুরিয়া, দীঘিপাড়া; দিনাজপুর এবং জয়পুরহাট

কঠিন শিলা→ মধ্যপাড়া, দিনাজপুর

তেজসিঙউয় বালু →কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

ইউরেনিয়াম →কুলাউড়া পাহাড়, মৌলভীবাজার

সিলিকা বালু →চৌদ্দগ্রাম, কুমিলস্না; শাহজীবাজার, হবিগঞ্জ

বাংলাদেশের শক্তি সম্পদ

➪ ঢাকায় সর্বপ্র ম বৈদ্যুতিক বাতির প্রচলন শুরম্ন হয়→ ১৯০১ সালে, ঢাকার আহসান মঞ্জিলে।

➪ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ শক্তির উৎস→ প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, পানি ও কয়লা।

➪ বাংলাদেশে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র→ ১০টি

➪ সবচেয়ে কড় বিদ্যু কেন্দ্র→ ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (কুষ্টিয়া)।

➪ বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র→ ১টি (কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র)

➪ এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৩ সালে; রাঙামাটি জেলায় অবস্থিত।

➪ বাংলাদেশের আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রর নাম→ রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১), পাবনা জেলায়।

➪ বাংলাদেশে প্র ম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়→ নরসিংদী জলায়।

➪ বাংলাদেশে পলস্নী বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়→১৯৭৭ সালে।

➪ বাংলাদেশের প্র ম বেসরকারী খাতে বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র→ খুলনা বার্জমাউন্টড বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৯৮ সালে)

➪ বিজয়ের আলো বিদ্যুৎ কন্দ্রেটি সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে অবস্থিত; ইহা মালয়েশিয়ার লাবুয়ার দ্বীপ থেকে আনা হয়েছে।

➪ যে নদীর উপর কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ স্থাপিত→ কর্ণফুলি।

➪ ঢাকা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নাম→ডেসা।

➪ ডেসা চালু হয়→ ১ অক্টোবর ১৯৯১ সালে।

➪ বাতাস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের নাম→ উইন্ডমিল।

➪ সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়→ শিল্পখাতে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

কতিপয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কন্দ্রে ও তার অবস্থান

ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ কুষ্টিয়া

ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র →ঘোড়াশাল, নরসিংদী

রাজউন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র →রাউজান, চট্টগ্রাম

সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র →সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ

বাঘাবাড়ি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ সিরাজগঞ্জ

আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

মেঘনা ঘাট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র →ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এক নজরে জেনে নাও

➪ ভূমিভিত্তিক দেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ হরিপুর (নারায়নগঞ্জ)

➪ দেশের একমাত্র আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ রূপপুর (পাবনা)

➪ দেশের একমাত্র কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র→ বড় পুকুরিয়া (দিনাজপুর)

➪ দেশের একমাত্র জলভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ→ কাপ্তাই (রাঙামাটি)

➪ দেশের একমাত্র গ্যাস ভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ→ হরিপুর (সিলেট)

➪দেশের একমাত্র সৌরভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ→ করিমপুর ও নজরপুর (নরসিংদী)।

বাংলাদেশের প্রাণীজ সম্পদ

বাংলাদেশে অসংখ্য বিল, ঝিল, নদী→নালা, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয় রয়েছে। যেখানে নানান প্রকার মাছ পাওয়া যায়। উৎসের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের মৎস্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায়।

যেমন →

(i) মিঠা পানির মৎস্য এবং

(ii) সামুদ্রিক মৎস্য।

তথ্য প্রবাহ

➪ গো প্রজনন খামার→ সাভার, ঢাকা

➪ বাংলাদেশ গবাদি পশু গবেষণা ইনস্টিটিউট→ সাভার, ঢাকা

➪ হরিণ প্রজনন কেন্দ্র→ ডুলাহাজরা, কক্সবাজার

➪ ছাগল প্রজনন কেন্দ্র→ টিলাগড়, সিলেট

➪ মহিষ প্রজনন কেন্দ্র→ বাগেরহাট

➪ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট→ চাঁদপুর

➪ মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার→ ময়মনসিংহ

➪ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র→ পাইকগাছা, খুলনা

➪ বাংলাদেশে মোট মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রর সংখ্যা→ ৮৬টি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪ মাছ হচ্ছে→ প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাদ্য

➪ একটি আদর্শ পুকুরের গভীরতা হওয়া উচিৎ→ ৫/৭ ফুট

➪ বাংলাদেশে স্বাধ পানিতে মাছের প্রজাতির সংখ্যা→ ২৭০টি

➪ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো→ প্রজনন খামার→ সাভারে

➪ পুকুরে চাষ করা যায় না→ ইলিশ মাছ।

➪ ইলিশ ও নদীর মাছ গবেষণা কেন্দ্র→ চাঁদপুর

➪ কেন্দ্রিয় গো প্রজনন ও দুগ্ধ খামার→ সাভার, ঢাকা

➪ ২৩ সে. মি. নীচে রন্নই মাছের পোনা ধরা দন্ডনীয় অপরাধ।

➪ বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্র→ ডুলাহাজরা, কক্সবাজার

➪ গো চরণ ভূমি রয়েছে→ পাবনা ও বিরাজগঞ্জ জেলায়

➪ ডযরঃব এড়ষফ বলা হয়→ চিংড়ি সম্পদকে

➪ Trust Sector বলা হয়→ হিমায়িত খাদ্যকে

➪ বেঙ্গল→ কালো জাতের ছাগল

বস্নাক কোয়ার্টার→ গবাদি পশুর রোগ

ভাষা আন্দোলন

➪পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% মানুষের মাতৃভাষা ছিল→বাংলা।

➪ "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" উক্তিটি→ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র (১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স জনসভায়)।

➪১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী পল্টন ময়দানে "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" ঘোষণা দেন→ প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিন।

➪ ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন→ খাজা নাজিম উদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন→নুরুল আমিন।

➪ ১৯৫৪ এর নির্বাচন

➪৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মূল স্থপতি ছিলেন→ এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা আ. হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান।

➪৫৪ এর প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে এবং ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় ৯টি আসন।

➪যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক নির্বাচনে মোট ২১ দফার ভিত্তিতে নির্বাচন করে।

➪ ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান

➪শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবী পেশ করেন ১৯৬৬ সালে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে লাহোরে।

➪ছয় দফার প্র ম দফা ছিল→ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন।

➪ছয় দফাকে বলা হয়→ বাঙালী জাতির মুক্তির সনদ এবং বাঙালীদের ম্যাগনাকার্টা।

➪আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়→ ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি;

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধী দেওয়া হয়→ ১৯৬৯ সালে,
পূর্ব পাকিস্তা নকে ''বাংলাদেশ'' নামকরণ করা হয় →১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর,
নামকরণ করেন→ শেখ মুজিবুর রহমান, শেখ মুজিবকে ''জাতির জনক''
উপাধি দেওয়া হয়→ ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।
➪৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানের ফলে→
(১) জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা ছেড়ে দেয় ইয়াহিয়া খানের উপর।
(২) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

ইতিহাস বিচিত্রা

➪বঙ্গভঙ্গ করেন→ লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে।
➪বঙ্গভঙ্গ রদ হয়→ ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ এর সময়ে।
➪বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলার রাজধানী হয়→ ঢাকা।
➪ঢাকা এ পর্যন্ত রাজধানী হয়→ ৪ বার।
➪ঢাকা প্র মবার রাজধানী হয়→১৬১০ সালে, দ্বিতীয়বার হয়→১৯০৫ সালে,
তৃতীয়বার হয়→ ১৯৪৭ সালে এবং চর্তুবার হয়→ ১৯৭১ সালে।
➪আওয়ামী মুসলিম লীগের প্র ম সভাপতি ছিলেন→ মাওলানা ভাসানী
➪আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন→ সৈয়দ শামসুল হক।
➪২১ দফা কর্মসূচীর প্র ম দফাটি ছিল→ রাষ্ট্রভাষা বাংলা
➪ভারত→পাকিস্তান বিভক্ত হয়→ ১৯৪৭ সালে।
➪ভারত→পাকিস্তান বিভক্ত হয়→ দ্বি জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে।
➪লাহোর প্রস্তাব পেশ হয়→ ১৯৪০ সালে।
➪লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন→ শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক।
➪পাকিস্তানের সংবিধান প্র ম গৃহীত হয়→ ১৯৫৬ সালে
➪বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়→ ১৯৫৬ সালে।
➪পাকিস্তানের প্র ম গভর্ণর→ মুহাম্মদ আলী জিনড়বাহ
➪পাকিস্তানের প্র ম প্রেসিডেন্ট→ ইস্কান্দার মীর্জা।
➪ছয় দফা ঘোষণা করা হয়→ ১৯৬৬ সালে।
➪ছয় দফা ঘোষণা করেন→ শেখ মুজিবুর রহমান।
➪আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়→ ১৯৬৯ সালে।
➪আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়→ ১৯৬৯ সালে।
➪শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়→ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
➪অবিভক্ত বাংলার প্র ম মুখ্যমন্ত্রী→ এ. কে. ফজলুল হক।
➪পূর্ববঙ্গ প্রদেশের প্র ম মূখ্যমন্ত্রী→ খাজা নাজিমুদ্দিন।
➪পাকিস্তান গণ→পরিষদের প্র ম অধিবেশন→২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ (করাচীতে)।
➪পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী প্র ম উত্থাপনকারী→ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত (২৩ ফ্রেব্রুয়ারি

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

১৯৪৮)

➪যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন হয়→ ১৯৫৪ সালে।

➪২১দফা উত্থাপনকারী দল→ যুক্তফ্রন্ট।

➪শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়।

➪আওয়ামী মুসলিম লীগ হতে মুসলিম শব্দ বাদ দেয়া হয়→ ১৯৫৫ সালে।

➪NAP গঠিত হয়→ ১৯৫৭ সালে।

➪সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়→ ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি।

➪১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন→ নুরুল আমিন।

➪১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন→ খাজা নাজিমুদ্দিন।

➪ছাত্র→সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচিতে→১১ দফা অন্তভূর্ক্ত হয়।

➪পাকিস্তানের প্র ম সাধারণ নির্বাচন→ ১৯৭০সালের ৭ ডিসেম্বর।

➪বীরশ্রেষ্ঠ সাত জন

স্বাধীনতাযুদ্ধে আত্মদানের জন্য বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সাত জনকে সরকার 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবে ভূষিত করেন। তাঁরা হলেন→

১. সিপাহী মোস্তফা কামাল (সেনাবাহিনী)

২. ল্যান্সনায়েক মুন্সি আবদুর রব (ই.পি. আর)

৩. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (বিমান বাহিনী)

৪. ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ (ই.পি.আর)

৫. সিপাহী হামিদুর রহমান (সেনাবাহিনী)

৬. স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ রুহুল আমীন (নৌ→বাহিনী)

৭. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (সেনাবাহিনী)

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতিকারী দেশসমূহ

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম দেশ→ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দ্বিতীয় দেশ→ভূটান (৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম অনারব মুসলিম দেশ→ মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সাল)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম আফ্রিকান দেশ→ সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সান)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম ইউরোপের দেশ→ পোল্যান্ড এবং বুলগেরিয়া (১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম সমাজতান্ত্রিক দেশ→ পোল্যান্ড (১২ জানুয়ারি, ১৯৭২ সাল)।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্র ম আমেরিকার দেশ→ কানাডা (১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ সাল)।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪ তথ্য প্রবাহ

➪বাংলাদেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়→ ২৬ মার্চ, ১৯৭১

➪স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্র ম স্থাপিত হয়→ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।

➪মুক্তিযুদ্ধে প্র ম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠে→ গাজীপুরে; ১৯ মার্চ ১৯৭১ সালে।

➪বাংলাদেশের পতাকা প্র ম উত্তোলন করা হয়→ ২ মার্চ, ১৯৭১।

➪বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকারের রাজধানী ছিল→ মেহেরপুরের মুজিবনগর।

➪প্র ম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়→ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।

➪মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়→ ১১টি সেক্টরে।

➪মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেয়া হয়→ ৪টি ক্ষেত্রে।

➪খেতাব প্রাপ্ত মহিলা মুক্তিযোদ্ধা→তারামন বিবি ও সেতারা বেগম

➪মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিগ্রেড আকারের ফোর্স→ ৩টি (SZK)

➪বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে→ ১৬ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে।

➪বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্র ম দেশ→ ভারত।

➪স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা পাঠ করা হয়→পল্টন ময়দানে, ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ।

➪বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছিল→ ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।

➪বাংলাদেশের প্র ম অস্থায়ী সরকার শপথ গ্রহণ করে→ ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে।

➪অস্থায়ী সরকারের সদস্য→ ৬ জন।

➪স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য→ ৭ জনকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে *বীরউত্তম, ১৭৫ জনকে বীরবিক্রম, ৪২৬ জনকে বীরপ্রতীক খেতাব* দেয়া হয়।

➪বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের মৃতদেহ পাকিস্তান থেকে ঢাকায় আনা হয়→ ২৪ জুন, ২০০৬ সালে।

➪বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের মৃতদেহ ভারত থেকে ঢাকায় আনা হয়→ ১০ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে।

➪বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানকে দাফন করা হয়→ মিরপুর বুদ্ধিজীবী গোরস্থানে।

➪Concert for Bangladesh এর আয়োজক→ জর্জ হ্যারিসন (USA) এবং পন্ডিত রবি শংকর (ভারত)।

➪বিজয় কেতন→ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

➪মুক্তিযুদ্ধের সময় প্র ম শত্রুমুক্ত জেলা→ যশোর (৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সাল)।

➪সর্বকনিষ্ঠ খেতাব প্রাপ্ত (বীরপ্রতীক) মুক্তিযোদ্ধা→ শহীদুল ইলাম চৌধুরী (১২ বছর)।

➪ভারত বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন→ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।

➪মুক্তিযুদ্ধের আত্মসমর্পন দলিল স্বাক্ষরিত হয়→ রেসকোর্স ময়দানে

➪পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন→ তৎকালীন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার কমোডর এ কে খন্দকার।

*বাংলাদেশের সংবিধান রচনার কার্যক্রম শুরু হয় 'গণ→*পরিষদে'।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি গণ→পরিষদের প্র ম অধিবেশনের আহবান করেন।

অধিবেশনের প্র ম দিনে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করা হয়।

১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

www.bcsourgoal.com.bd

৩৩জন সদস্য ছিলেন আওয়ামীলীগের এবং ১ জন ছিলেন ন্যাপ। উক্ত কমিটি মোট ৪৭ টি বৈঠককরে ১৯৭২ সালের ১০ জুন প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করেন।

১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণ→পরিষদে উত্থাপন করেন।

৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গণ→পরিষদ কর্তৃক সংবিধান গৃহীত হয়।

১৫ ডিসেম্বর হস্ত লিপি সংস্কারণে গণ→পরিষদের সদস্যগণের স্বাক্ষর গৃহীত হয় এবং গণপরিষদ কর্তৃক এই সংবিধান ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়।

➪ তথ্য প্রবাহ

➪বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় এবং লিখিত।

➪জাতীয় সংসদ বা আইন সভার নেতা→ স্পীকার।

➪বাংলাদেশের সংবিধানের ইংরেজি পাঠ→ The People's Republic of Bangladesh.

➪একজন রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবে না।

➪একজন রাষ্ট্রপতি দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারেন না।

➪নির্বাচন কমিশনারের স্থায়িত্বকাল→ ৫ বৎসর।

➪গণপরিষদ আদেশ জারি হয়→ ২৩ মার্চ, ১৯৭২

➪গণপরিষদের প্র ম অধিবেশন→ ১০ এপ্রিল ১৯৭২

➪৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রধান→ ড. কামাল হোসেন।

➪খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়→ ১২ অক্টোবর ১৯৭২

➪খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়→ ৪ নভেম্বর ১৯৭২

➪বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়→ ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

➪সংবিধানের ২টি পাঠ→ বাংলা ও ইংরেজি; ১১ টি অধ্যায়; ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ এবং সংবিধানের প্রধান মূলনীতি→ ৪টি।

➪বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম→ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

➪পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট সংবিধান হলো→ যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

➪পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংবিধান হলো→ ভারতের সংবিধান।

➪ভারতের সংবিধানে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ও ৪টি সিডিউল আছে।

➪বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা→ ২৫ বছর।

➪বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ন্যূনতম বয়সসীমা→ ৩৫ বছর।

➪গণ পরিষদের প্র ম অধিবেশনের সভাপতি→ মাওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ।

➪গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন→ সংবিধান।

➪সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য→ ৩৪ জন।

➪সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য→ বেগম রাজিয়া বানু।

➪বাংলাদেশের প্র ম হস্তলিখিত সংবিধান→ ৯৩ পাতা।

➪বাংলাদেশের সংবিধান রচিত→ বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়।

➪বাংলাদেশের সংবিধানের রূপকার→ ডঃ কামাল হোসেন।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

➪ তথ্য প্রবাহ

➪বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে কমপক্ষে বয়স হতে হবে→২৫ বছর।

➪রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল→ ৫ বছর।

➪সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী→রাষ্ট্রপতি।

➪প্রধানমন্ত্রী → রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগ করেন।

➪সংসদ অধিবেশন আহবান, স্থগিত ও ভঙ্গ করেন→ রাষ্ট্রপতি।

➪প্রধান বিচার পতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন→ রাষ্ট্রপতি।

➪প্র ম সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল→ ১৫টি।

➪সংবিধানের ৫০ নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্পীকারের নিকট পদত্যাগ করেন।

➪প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে সবের্বাচ পদমর্যাদার অধিকার→ রাষ্ট্রপতির।

➪প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে প্রধনমন্ত্রীর পদ মর্যাদার স্থান→ চর্তু।

➪প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতিতে স্পীকারের পদ মর্যাদার স্থান→ তৃতীয়।

➪বাংলাদেশের প্র ম এজর্ণী জেনারেল→ এম, এইচ, খান।

➪অধ্যাদেশ প্রণয়ন এবং জারি করতে পারেন→ প্রেসিডেন্ট।

➪প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারক→ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগদান করতে পারেন→ নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারপিএসসির , প্রধান ,চেয়ারম্যানহিসাব মহা নিরীক্ষকবাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর। ,

➪তত্ত্বাবধায়ক সরকার চলাকলীন প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী→ রাষ্ট্রপতি।

➪সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান→ প্রেসিডেন্ট।

➪তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন→ প্রধান উপদেষ্টা।

➪আদালতের কোন এখতেয়ার নেই→ রাষ্ট্রপতির উপর।

➪বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

➪সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি।

➪প্রেসিডেন্টের সচিবালয় থেকে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন স্থানান্তর করা হয়→ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে।

➪সরকারি কর্ম কমিশনের প্রধানের পদবী→ চেয়ারম্যান।

➪সরকারি কর্ম কমিশন→ একটি সংবিধানিক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান।

➪বাংলাদেশে সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে কর্ম কমিশন গঠিত হয়েছে→ ১৩৭ নং।

➪চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কার্যকাল→ দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী ৫ বছর।

➪কর্ম কমিশনের সদস্যগণের পদমর্যাদা→ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সমান।

➪বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্র ম চেয়ারম্যান→ ড. এ. কিউ. এম. বজলুর করিম।

➪বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান→ ড. সা'দত হোসেন।

➪বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (BCS) ক্যাডার→ ২৮টি।

www.bcsourgoal.com.bd

➪নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন

➪প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কে নিয়োগ দেন→ রাষ্ট্রপতি।

➪নির্বঅচন কমিশনার পদের মেয়াদ→ ৫ বছর।

➪নির্বাচিত কমিশন→ স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান।

➪ভোটারদের পরিচয়পত্র দেওয়া জন্য নির্বাচনী বিল পাস হয়→ ৪ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

➪নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কার উপর→ নির্বাচন কমিশনের উপর।

➪বাংলাদেশের প্র ম প্রধান নির্বাচন কমিশনার→ বিচারপতি এম ইদ্রিস।

➪বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার→ ড. এ. টি. এম. শামসুল হুদা।

সরকার ব্যবস্থা

➪সার্বভৌম ক্ষমতা অবস্থানের ভিত্তিতে সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথাঃ

(ক) গণতন্ত্র

(খ) একনায়কতন্ত্র

➪ গণতন্ত্রঃ

যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে থাকে, তাকে গণতন্ত্র বলে।

যেমন→ বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, মালদ্বীপ, কানাডা, ইটালী প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক সরকার বিদ্যমান। বর্তমানে প্রায় ১১৯ টি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রয়েছে।

➪ একনায়কতন্ত্রঃ

যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে থাকে, তাকে একনায়কতন্ত্র বলে। প্র ম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

জার্মানীর হিটলার, ইটালীর মুসোলিনী ও স্পেনের ফ্রাংকো একনায়কতন্ত্রের জন্মদাতা।

➪রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা লাভের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথাঃ

(ক) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

(খ) প্রজাতন্ত্র

➪ নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রঃ

যে শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করে এবং নামে মাত্র প্রধান থাকেন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বলে। যেমন→ গ্রেট বৃটেনের সরকার ব্যবস্থা। এছাড়া জাপান, নেদারল্যান্ড, নরওয়ে, নেপাল, মালয়েশিয়া, স্পেন ও ডেনমার্ক→ এ জাতীয় সরকার পদ্ধতি বিদ্যমান।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪ প্রজাতন্ত্রঃ

যে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা লাভ করে, তাকে প্রজাতন্ত্র বলে।

যেমন→ বাংলাদেশ, ফিনল্যান্ড, আলজেরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র।

➪আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যথাঃ

(ক) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সকার

(খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।

➪ মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারঃ

যে শাসন ব্যবসথায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে, তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে।

যেমন→ গ্রেড বৃটেন, বাংলাদেশ, ভারত।

➪ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারঃ

যে শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন বিভাগের নিকট দায়ী থাকে না, তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।

যেমন→ মার্কি ন যুক্তরাষ্ট্র, মালদ্বীপ, আফগানিস্তান প্রভৃতি।

➪ জানার জন্য

- ✯ সরকারের বিভাগ
  - ✓ ১.আইন বিভাগ
  - ✓ ২.বিচার বিভাগ
  - ✓ ৩.শাসন বিভাগ

➪ আইন বিভাগের কাজ

➪আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, আইন পরিবর্তন করা

➪সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার কাজের জন্য আইন সভার নিকট দায়ী থাকে

➪বার্ষিক বাজেট পেশসহ যাবতীয় সরকারি নীতি নির্ধারণ

➪সংবিধান প্রস্তুত, সংশোধন, সংযুক্তি ও বিয়োজন করার ক্ষমতা

➪ শাসন বিভাগের কাজ

➪প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা

➪সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের সদস্যরা (মন্ত্রী) আইন সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইন তৈরী করতে পারে

➪শাসন বিভাগের প্রধন হিসেবে রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদের নিয়োগ করে।

➪রাষ্টের সার্বভৌমত্ব রক্ষাপররাষ্ট্র সং ,ক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন

➪'কর' ধার্য ও আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪রাষ্ট্রপতির সকল কাজই শাসন বিভাগের আওতাধীন বলে বিবেচিত।

➪ বিচার বিভাগের কাজ

➪আইন অনুযায়ী মামলার বিচারকার্য করা

➪আইনের ব্যাখ্যা, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান

➪সংবিধানের রক্ষক ও অভিভাবক

➪জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা।

➪ জেনে নাও নিজে নিজে

➪সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির অবসর গ্রহণ বয়সসীমা→ ৬৭ বছর।

➪বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত→ সুপ্রীম কোর্ট।

➪বিচার বিভাগের প্রধান→ প্রধান বিচারপতি।

➪বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতি→ বিচারপতি এম এম রুহুল আমীন।

➪সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন→ ঢাকায়।

➪মন্ত্রণালয়ের বিভাগগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্ব যুগ্ম সচিবের উপর।

➪সচিব কাজ করে→ মন্ত্রীর অধীনে।

➪বাংলাদেশের আইন সভার নাম→ জাতীয় সংসদ।

➪আইন প্রনয়ণের দায়িত→ব আইন সভার

➪বাংলাদেশের আইন সভা→ এককক্ষ বিশিষ্ট।

➪শাসন বিভাগে দুটি অংশ থাকে→ রাজনৈতিক অংশ (মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ) এবং অরাজনৈতিক অংশ (আমলাগণ)।

➪দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস, ক্ষমা বা স্থগিত করার এখতেয়ার রয়েছেরাষ্ট্র পতির।

➪প্রতিরক্ষা বিভাগীয় কাজ করে→ শাসন বিভাগ।

➪সংবিধানের বাখ্যাকারক ও অভিভাবক→ সুপ্রিমকোর্ট।

➪বিদেশী নাগরিককে নাগরিকত্ব প্রদান করতে পারে→ বিচার বিভাগ।

➪আইন সভার সদস্যদেরকে বলা হয়→ সংসদ সদস্য।

➪আইন সভার সভাপতি→ স্পীকার।

➪বাংলাদেশ সরকারের প্রধান নির্বাহী→ প্রধানমন্ত্রী।

➪বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার অবকাঠামো→৩টি স্তরে বিভক্ত। (জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ)

➪স্থানীয় সরকার কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর→ ইউনিয়ন পরিষদ।

➪স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারী হয়→ ১৯৭৬ সালে।

➪পলী অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখে→ ইউনিয়ন পরিষদ।

➪শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা→ পৌরসভা।

➪ জেলা পরিষদ

➪জেলা পরিষদের প্রধান→ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

➪জেলা পরিষদের সংখ্যা→ ৬৪টি

➪জেলা পরিষদের উপদেষ্টা→ সংসদ সদস্যবৃন্দ

www.bcsourgoal.com.bd

➪জেলা পরিষদ গঠিত হয়→১ জন চেয়ারম্যান + ১৫ জন সদস্য + সংরক্ষিত আসনের ৫ জন মহিলা সদস্য = ২১ জন সদস্য নিয়ে

➪জেলা পরিষদের মেয়াদ→ ৫ বছর।

➪ উপজেলা পরিষদ

➪উপজেলা ব্যবস্থার প্রবর্তক→ প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ

➪উপজেলা ব্যবস্থা চালু হয়→ ১৯৮৫ সালে

➪প্র ম উপজেলা নির্বাচন→ ১৯৮৬ সালে

➪উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ৩ বার (১৯৮৫, ১৯৯০ ও ২২ জানুয়ারী ২০০৯)

➪উপদেষ্টা হচ্ছে→সংসদ সদস্য।

➪উপজেলার প্রধান নির্বাহীর পদবী→ উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

➪উপজেলা বাতিল বিল সংসদে পাশ হয়→ ২৬ জানুয়ারি ১৯৯২

➪উপজেলা ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করা হয়→৩ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ (সংসদে আইন পাশ হয়)

➪প্রশাসনিক থানাগুলো পুনরায় উপজেলা নামে অভিহিত হয়→ ২০ এপ্রিল, ২০০০ সাল থেকে।

➪ ইউনিয়ন পরিষদ

➪ইউনিয়ন পরিষদের প্রধন→ চেয়ারম্যান

➪ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়→১৩ জন প্রতিনিধি নিয়ে (১ জন চেয়ারম্যান + ৯ জন সদস্য + ৩ জন মহিলা সদস্য)

➪ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকাল→ ৫ বছর।

➪ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা→ ৪,৪৮৮ টি।

➪ পৌরসভা

➪শহর এলাকার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নাম→ পৌরসভা

➪পৌরসভার গঠিত হয়→ ১জন চেয়ারম্যান ও কয়েকজন কমিশনার এবং কতিপয় মনোনীত মহিলা সদস্য।

➪চেয়ারম্যান ও কমিশনার→ প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় (পৌরসভার সদস্যরাই কমিশনার বলে বিবেচিত। মনোনীত মহিলা সদস্যরা নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হন। মনোনীত মহিলা কমিশনারদের সংখ্যা হবে নির্বাচিত কমিশনারদের এক দশমাংশ। জনগণের তারতম্য অনুযায়ী কমিশনারদের সংখ্যায়ও তারতম্য ঘটে)।

➪পৌরসভার কার্যকাল→ ৫ বছর।

➪পৌরসভার প্রধান→ মেয়র ।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

প্রশাসনিক কাঠামো

স্থানীয় সরকার

জেলা পরিষদ → উপজেলা পরিষদ → ইউনিয়ন পরিষদ

চেয়ারম্যান/ডিসি → চেয়ারম্যান/ইউএনও → চেয়ারম্যান

মন্ত্রণালয়

↓

সংশি□ষ্ট বিভাগ

↓

বিভাগীয় প্রশাসন

↓

জেলা প্রশাসন

↓

উপজেলা/থানা প্রশাসন

www.bcsourgoal.com.bd

⇨ রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোকে রাজনৈতিক দলকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক দলের বিভিন্নরূপ

১.একদলীয়

২.দ্বি দলীয়

৩.বহুদলীয়

www.bcsourgoal.com.bd

➪ জেনে নেওয়া ভাল

➪আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হয→ ১৯৪৯ সালে।

➪মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা হয়→ ১৯০৬ সালে।

➪জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা হয়→ ১৯৪১ সালে।

➪আওয়ামী মুসলিম লীগের প্র ম সভাপতি→ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

➪আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন→ শামসুল হক।

➪পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা→ মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা

➪বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (BNP) প্রতিষ্ঠিত হয়→ ১৯৭৮ সালে।

➪ জেনে নাও

➪বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বা মন্ত্রী পরিষদ শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত।

➪আইন সভার সভাপতিকে বলা হয়→ স্পীকার।

➪রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের প্রধান→ মূখ্যসচিব।

➪মন্ত্রীরা তাদের কার্যক্রমের জন্য জবাবদিহি থাকেন জাতীয় সংসদের নিকট।

➪বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় কার্যালয়→ বাংলাদেশ সচিবালয়।

➪সরকারের প্রধান নির্বাহী→ প্রধানমন্ত্রী

➪গ্রামীণ আদালতের প্রধান→ ইউপি চেয়ারম্যান।

➪সিটি কর্পোরেশনের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বলে→ মেয়র।

➪সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন→ সিলেট ও বরিশাল।

➪বাংলাদেশে রেলওয়ে থানা→ ২৪টি।

➪শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম→ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

➪বাংলাদেশ পুলিশ→স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে।

➪মন্ত্রণালয়ের প্রধান→ মন্ত্রী।

➪মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান→ সচিব।

➪রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের প্রধন→ মূখ্যসচিব।

➪বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান→ কমিশনার।

➪জেলার প্রশাসনিক প্রধান→ জেপুটি কমিশনার।

➪উপজেলা/থানার প্রশাসনিক প্রধান→ উপজেলা/ থানা নির্বাহী অফিসার (UNO/TNO)

➪সিটি কর্পোরেশন প্রধান→ মেয়র।

➪জেলা আদালতের প্রধান বিচারক→ জেলা জজ।

➪গ্রাম সরকারের অধীনে প্র ম গ্রাম্য আদালত চালু হয়→ ১৯৭৬ সালে।

➪পারিবারিক আদালত হিসেবে কাজ করে→ সহকারী জজের আদালত। ➪পলী আদালতের সদস্য সংখ্যা→ ৫ জন।

➪বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত→ সুপ্রিম কোর্ট।

➪সুপ্রিম কোর্টের দুটি ডিভিশন→ হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপীল ডিভিশন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

➪সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে কাজ করে→ অধিদপ্তর।

➪ জানার জন্য

➪বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ/আইনসভা/পার্লামেন্ট→ জাতীয় সংসদ (House of the nation)

➪জাতীয় সংসদের প্রতীক→ শাপলা।

➪জাতীয় সংসদের মেয়াদ→ ৫ বছর।

➪জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আসন→ ৩০০ টি।

➪জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করেন→ রাষ্ট্রপতি।

➪সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান→ প্রেসিডেন্ট।

➪সংসদীয় সরকার পদ্ধতিতে সরকার প্রধান→ প্রধানমন্ত্রী।

➪আইনসভার সভাপতি→ স্পীকার।

➪সংসদীয় পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পদ মর্যাদার অধিকারী→ রাষ্ট্রপতি।

➪গণপরিণদের প্র ম স্পীকার ছিলেন→ শাহ আবদুল হামিদ।

➪স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্র ম স্পীকার→ মোহাম্মদ উলাহ।

➪জাতীয় সংসদ ভবব অবস্থিত→ শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

➪জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন ১৯৬২ সালে (আইয়ুব খান কর্তৃক)

➪জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন→ ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি (তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আ → ছাত্তার কর্তৃক)

➪জাতীয় সংসদ ভবনে প্র ম অধিবেশন→১৯৮২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি।

➪জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি→ লুই আন ক্যান (যুক্তরাষ্ট্রের স্থপতি)

➪জাতীয় সংসদ ভবন→ ২১৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত।

➪সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যে বিরতির কাল সর্বোচ্চ→ ৬০ দিন।

➪সংসদের হুইপের কাজ→ শৃংখলা রক্ষা করা।

➪সংসদ সদস্য হওয়ার ন্যূনতম বয়স সীমা→ ২৫ বছর।

➪সংসদ অধিবেশন কোরাম গঠিত হয়→ ৬০ জন সংসদ সদস্য নিয়ে

➪প্র ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন→ ১৯৭৩ সাল।

➪বাংলাদেশের সংসদে দুই জন বিদেশী রাষ্ট্রপতি ভাষণ দেন→ (ক) মার্শাল টিটো (প্র ম), (খ) ভি. ভি গিরি (দ্বিতীয়)

➪মোট সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ৯টি

➪স্বল্প মেয়াদী সংসদ→ ৬ষ্ঠ সংসদ

➪গণ পরিষদের প্র ম স্পীকার→ শাহ আবদুল হামিদ

➪জাতীয় সংসদের প্র ম স্পীকার→ মোহাম্মদ উলাহ

➪বাংলাদেশের প্র ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ।

➪বাংলাদেশে সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ২০০৮ সালে (নবম সংসদ নির্বাচন)

➪জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রদত্ত বৈধ ভোটের ১২.৫% ভোট কম পাইলে একজন প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

➪জাতীয় সংসদে জননিরাপত্তা আইন→ ২০০০ বিল পাস হয়→ ৩০ জানুয়ারি, ২০০০ সালে।

➪সংসদে কাস্টিং ভোট বলা হয়→ স্পীকারের ভোটকে।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

➪জাতীয় সংসদে ‘‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল’’ পাস হয়→ ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে।

➪বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১ নং আসন→ পঞ্চগড়।

➪বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন বান্দরবান।

➪তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা

➪ জানার জন্য

বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিলটি জাতীয় সংসদে পাশ করে নেওয়া হয়।

➪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাগণঃপ্র

১ম→ বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ (অসাংবিধানিক)

দ্বিতীয়→ বিচারপতি হাবিবুর রহমান (প্র ম সাংবিধানিক)

তৃতীয়→ বিচারপতি লতিফুর রহমান

চর্তুথ→ রাষ্ট্রপতি প্রফেস ড. ইয়াজউদ্দীন আহমদ (অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে।

পঞ্চম→ ড. ফখরুদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্ণর)

➪ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন →

প্রথম→ ১৯৯১ সালে

দ্বিতীয়→ ১৯৯৬ সালে

তৃতীয়→ ২০০১ সালে এবং

চর্তুথ→ ২০০৮ সালে

➪ জেনে নেওয়া ভাল

➪প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে প্র ম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন→ ১৯৭৮ সালে

➪প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত বাংলাদেশের প্র ম রাষ্ট্রপতি→ জিয়াউর রহমান।

➪বাংলাদেশে এ যাবৎ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়→ ৩টি (১৯৭৭, ১৯৮৭, ১৯৯১)

➪বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ৭টি (প্র ম ১৯৭৩ ও সর্বশেষ ২০০৩)

➪সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ২টি যথা (প্রত্যক্ষ ভোটে)ক্রমে ১৯৯৪ এবং ২০০২সালে

➪বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ৯টি।

➪তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়→ ৪*টি* যথা)ক্রমে ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ ও ২০০৮)

➪সংরক্ষিত নারী আসনসহ প্র ম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়→ ১৯৯৭ সালে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বাংলাদেশ

কমনওয়েলথ →১৮ এপ্রিল, ১৯৭২

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) → ১০ মে, ১৯৭২

আঙ্কটাড (UNCTAD) → ২০ মে, ১৯৭২

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) →২২ জুন, ১৯৭২

জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষকের আসন →১৭ক অক্টোবর, ১৯৭২

ইউনেস্কো (UNESCO) →১৯ অক্টোবর, ১৯৭২

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) →১৩ নভেম্বের, ১৯৭২

জাতিসংঘ →১৭সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

ইসলামী সম্মেলন সংস্থা → (OIC) ১৯৭৪ সালে

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) → ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫

➪ তথ্য প্রবাহ

➪বাংলাদেশ জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে সদস্যপদ লাভ করে।

➪বাংলাদেশ প্র ম (আন্তর্জাতিক সংস্থার) সদস্যপদ লাভ করে→ কমনওয়েলথ এর।

➪বাংলাদেশ কমনওয়েলথ এর→ ৩২তম সদস্য।

➪বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য→ ১৩৬ তম সদস্য।

➪বাংলাদেশ FAO এর→ ১২৮তম সদস্য।

➪হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী প্র ম বাংলাদেশী হিসাবে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সভাপতিত্ব করেন→১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের ৪১ তম অধিবেশনে।

➪বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে দায়িত্ব পালন করে→১৯৭৯→৮০ এবং ২০০০→২০০১ সালের জন্য

➪বাংলাদেশ কমনওয়েলথ→এ যোগদানের প্রতিবাদে কমনওয়েলথ ত্যাগকারী দেশের নাম→ পাকিস্তান।

➪জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব প্যারেজ দ্য কুয়েলার বাংলাদেশে এসেছিলেন ১৯৮৯ সালে এবং কফি আনান আসে ২০০১ সালে।

জাতীয় শিক্ষানীতি→২০১০

সাম্প্রদায়িক এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ নিয়ে অনুমোদন হলো জাতীয় শিক্ষানীতি→২০১০। ১৯৭৫ সালের ড. কুদরাত→ই→খুদা এবং ১৯৯৭ সালের অধ্যাপক শামসুল হক শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয় এ শিক্ষানীতি। ২০০৯ সালের ৮ এপ্রিল জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ে মতবিনিময় ও সংযোজন→বিয়োজন করে ১ জুন অনুমোদন পায় জাতীয় এ শিক্ষানীতি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জাতীয় শিক্ষানীতির সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ

- ✓ • চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাকে।
- ✓ • প্র ম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক।
- ✓ • নবম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তর।
- ✓ • একাদাশ→দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক।
- ✓ • পরবর্তী স্তরকে উচ্চ শিক্ষার স্তরে বিভক্ত করা হয়।
- ✓ • O এবং A→ লেভেলের জন বাংলাদেশ স্টাডিজ বিষয়টি আবশ্যক করা হয়।
- ✓ • আদিবাসীদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা।
- ✓ • সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষকদের বেতন→ভাতা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণার সুযোগ সমানভাবে উম্মুক্ত রাখা।
- ✓ • কওমি মাদ্রাসার জন্য আলাদা শিক্ষা কমিশন করা হবে।
- ✓ • পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের জন্য প্রাথমিকভাবে এক বছরমেয়াদী প্রাকপ্রাথ মিক শিক্ষা চালু।
- ✓ • যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেসব গ্রামে কমপক্ষে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। পঞ্চম শ্রেণী শেষে উপজেলা/থানা পর্যায়ে অভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- ✓ • অষ্টম শ্রেণী শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (JSC)।
- ✓ • দশম শ্রেণী শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (SSC)।
- ✓ • দ্বাদশ শ্রেণী শেষে আরো একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে (HSC)।
- ✓ • উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ভর্তি *প্রক্রিয়া সম্পন করতে হবে।*
- ✓ • প্রত্যেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যথাযথ নীতিমালা নির্ধারণ করে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd